আশ্বিন মাসে কৃষক ভাইদের করণীয়

ঋতুর পরিক্রমায় বর্ষার শেষে আনন্দের বার্তা নিয়ে শরৎ এসেছে। কাশফুলের শুভ্রতা, দিগন্ত জোড়া সবুজ আর সুনীল আকাশে ভেসে বেড়ানো সাদা মেঘ আমাদের শুভ্র শরতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বন্যার ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে ও দেশে খাদ্য উৎপাদনের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে এবং উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আসন্ন রবি মৌসুমে আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এখনই প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে। এ প্রেক্ষিতে আশ্বিন মাসের কৃষি করণীয় বিষয়গুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

আমন ধান

- আমন ধানের চারা রোপনের পর জাত ভেদে ২টি ডোজে ইউরিয়ার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
- সার প্রয়োগের আগে জমির আগাছা পরিস্কার করে নিতে হেবে এবং জমিতে ছিপছিপে পানি রাখতে হবে।
- এ সময় বৃষ্টির অভাবে খরা দেখা দিলে সম্পূরক সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। ফিতা পাইপের মাধ্যামে সম্পূরক সেচ দিলে পানিরে অপচয় অনেক হ্ম হবে।
- নিচু এলাকায় আশ্বিন মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যান্ত স্থানীয় উন্নত জাতের বিআর-২২, বিআর -২৩, নাইজারশাইল, বিনাশাইলি, ব্রি ধান-৪৬ ধানের চারা রোপন করতে পারে। এ ক্ষেত্রে প্রতি গুছিতে ৫-৭টি চারা দিয়ে ঘন করে রোপন করতে হবে।
- শিষ কাটা লেদা পোকা ধানের জমি আক্রমণ করতে পারে। প্রতি বর্গমিটার আমন ধানের জমিতে ২-৫টি লেদা পোকার উপস্থিতি মারাত্বক ক্ষতির পূর্বাভাস। তাই লেদা পোকার উপস্থিতি দেখে গেলেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।
- এ সময় মাজরা, পামরি, চুঙ্গী, গলমাছি পোকার আক্রমণ হতে পারে। এক্ষেত্রে নিয়মিত জমি পরিদর্শন করে, জমিতে খুটি দিয়ে, আলোর ফাঁদ পেতে, হাতজাল দিয়ে পোকা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
- খোলপড়া, পাতার দাগ পড়া রোগ দেখা দিতে পারে। রোগ দেখা দিলেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- সঠিক বালাইনাশক সঠিক মাত্রায়, সঠিক নিয়মে, সঠিক সময় শেষ কৌশল হিসাবে ব্যবহার করতে হবে।

বিনা চাষে ফসল আবাদ

- মাঠ থেকে বন্যার পানি নেমে গেলে উপযুক্ত ব্যবস্থাপনায় বিনা চাষে অনেক ফসল আবাদ করা যায়।
- ভুট্টা, গম, আলু, সরিষা, মাসকলাই বা অন্যান্য ডালফসল, লালশাক, পালংশাক, ডাটাশাক বিনা চাষে লাভজনকভাবে অনায়াসে আবাদ করা যায়।
- যেসব জমিতে উফশী বোরো ধানের চাষ করা হয়, সেসব জমিতে স্বল্প মেয়াদী বারি-১৪, বারি-১৫, বারি-১৭ এবং বিনা-৯, বিনা-১০ জাতের সরিষা চাষের প্রস্তুতি নিতে হবে।

শাক-সবজি

- আগাম শীতের সবজি উৎপাদনের জন্য উচুঁ জায়গা কুপিয়ে পরিমাণ মত জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ করে মূলাশাক, লালশাখ, চীনাশাক, সরিষাশাক ইত্যাদি অনায়াসে চাষ করা যায়।
- সবজির মধ্যে ফুলকপি, বাঁধকপি, ওলকপি, শালগম, টমেটো, বেগুন, ব্রকলি বা সবুজ ফুলকপিসহ অন্যান্য শীতকালিন সবজির চারা তৈরি করে মূল জমিতে বিশেষ যত্নে আবাদ করা যায়।
- মাদায় মিষ্টি কুমড়া ও লাউয়ের বীজ বপন করুন।
- শীতকালীন আগাম (লাউ, শিম, বাঁধাকপি, বেগুন, টমেটো)সবজি বেডের পরিচর্যা করন।

কলা

- অন্যান্য সময়ের থেকে আশ্বিন মাসে কলার চারা রোপণ করা সবচেয়ে বেশি লাভজনক। এতে ১০-১১ মাসে কলার ছড়া কাটা যায়।
- ভাল উৎস বা বিশ্বস্ত চাষি ভাইয়ের কাছ থেকে কলার অসি চারা সংগ্রহ করে রোপণ করতে হবে।
- কলা বাগানে সাথি ফসল হিসাবে আলু, মিষ্টিকুমড়া, লালশাক, টমোটো, বেগুন, পেঁয়াজ চাষ করা যায়।
- নাবীপাট বীজ উৎপাদন: গাছ থেকে গাছের দূরত্ব সমান রেখে অতিরিক্ত গাছ তুলে পাতলা করে দিতে হবে। ১৫-২০ দিনে ২য় কিস্তির ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে।

গাছপালা

- বর্ষার রোপণ করা চারা কোনো কারণে মরে গেলে সেখানে নতুন চারা রোপণের উদ্যোগ নিতে হবে।
- রোপণ করা চারার যত্ন নিতে হবে এখন। যেমন-বড় হয়ে যাওয়া চারার সঙ্গে বাঁধা খুটি সরিয়ে দিতে হবে এবং চারার চারদিকের বেড়া প্রয়োজনে সরিয়ে বড় করে দিতে হবে। মরা বা রোগাক্রান্ত ডালপালা ছেঁটে দিতে হবে।
- চারা গাছসহ অন্যান্য গাছে সার প্রয়োগের উপযুক্ত সময় এখন।
- গাছের গোড়ার মাটি ভালো করে কুপিয়ে সার প্রয়োগ করতে হবে। দুপুর বেলা গাছের ছায়া যতটুকু স্থানে পড়ে ঠিক ততটুকু স্থান হালকা করে কোপাতে হবে। পরে কোপানো স্থানে জৈব ও রাসায়নিক সার ভালো করে মিশিয়ে দিতে হবে।

তাছাড়া কৃষির যে কোন সমস্যায় উপজেলা কৃষি অফিস অথবা কৃষি কল সেন্টারের ১৬১২৩ নম্বরে বা কৃষক বন্ধু সেবার ৩৩৩১ নম্বরে কল করে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ দিতে পারেন।